বাংলা-শারিয়া - ১

গোড়ায় গলদ - (আইন ও সামাজিক পটভুমি)।

(জগাখিচুড়িটা মওলানারাই করেছেন, মওলানাদেরই তা মেরামত করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ সে চেষ্টা করলে আবার এক গাড্ডায় পড়ে যাব আমরা)।

এ সিরিজ লেখা হবে আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বাংলায় "বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন" নিয়ে যাতে মানুষ তথ্য ও তত্ত্বগুলো সহজে মিলিয়ে নিতে পারেন। এ কেতাবের প্রথম খন্ডের দু'টো ভাগ ও তৃতিয় খন্ড মিলে তেইশশ' পৃষ্ঠার এলাহি কারবার, দ্বিতিয়টা হাতে এলে কত পৃষ্ঠা দাঁড়াবে আল্লা মালুম। ইমাম আবু হানিফা কিংবা ইমাম শাফি'র শারিয়া-কেতাবও আয়তনে এর তুলনায় নস্যি। বিভিন্ন দলিলের প্রেক্ষাপটে এই বাংলা-শারিয়া প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত মন্থন করব আমরা। এতে আমাদের কারো কোথাও ভুল থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তা শোধরানোর সুযোগ হবে।

মুখ খুলছি বাংলা-শারিয়ার মুখবন্ধ থেকে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৮, উদ্ধৃতিঃ- "তাঁহারা (ইমাম আবু হানিফা ও তাঁহার সহচরবৃন্দ) কেবল সমকালে উদ্ভুত সমস্যার আইনগত সমাধান পেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং ভবিষ্যতে কি ধরণের সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে এবং তাহার সমাধানই বা কি হইতে পারে তাহাও তাঁহারা গবেষণা করিয়া স্থির করিয়া উহার আইনগত সমাধান নির্ণয় করিয়ছেন"।

সম্ভব?

না, সম্ভব নয়। দু'শ, পাঁচশ', দশ হাজার, ত্রিশ লক্ষ এবং পঞ্চাশ কোটি বছর পরের বিশ্বব্যাপী তাবৎ মুসলিম সমাজের তাবৎ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না কেউ। তা ছাড়া একথা বলে শারিয়ার বহুল প্রচারিত দু'টো উৎসের তেশ মেরে দেয়া হল, ইজমা আর কেয়াস (রাই - ইস্তিহসান - ইস্তিসলাহ ইত্যাদিও)। এসব উদ্ভট কথা বলে আমাদের শ্রদ্ধেয় ইমামদেরই শ্রাদ্ধ করা হল। শ্লোকেও বলে - "পুরুষস্য ভাগ্যম্ দেবা ন' জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ" ("স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম-টা" বাদ দিচ্ছি, ওতে মা-বোনদের প্রতি কুৎসিৎ শ্লেষ আছে)। অর্থাৎ দেবতারাও ভবিষ্যৎ জানে না মানুষ তো কোন ছার। এই তাসের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে শারিয়ার বিশাল প্রাসাদ। শারিয়া-পন্ডিতেরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়ে যুগোপযোগী মুসলিম-আইন বানাবার চেয়ে মরণপন ছুটেছেন লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা ঘেঁটে সুদুর অতিতে কে কি করেছেন সেটা বের করে তার ফটোকপি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। আশ্চর্য্য!

আর আমাদের কোরাণ কি বলছে? বলছে যুক্তির কথা, সাধারণ বোধ-উপলব্ধি-জ্ঞানের কথা।

সুরা হুদ-৩১ঃ- হজরত নূহ - "এ কথাও বলিনা যে আমি গায়েবী খবরও জানি"।
সুরা আরাফ -১৮৮ঃ- খোদ নবীজী - "আমি যদি গায়েবের কথা জানিয়া লইতে পারিতাম তাহা হইলে বহু মঙ্গল অর্জন করিতে পারিতাম"।
সুরা আন-নমল ৬৫ঃ- "বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না"।
সুরা লোকমান ৩৪ঃ- "কেউ জানে না আগামিকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে"।

হল? "আলীমুল গায়েব" (অজানার জ্ঞানী) আমরা কাকে বলি, আল্লাকে, না কোন মানুষকে? নবীজী বার বার সাহাবীদের মনে করিয়ে দেন নি তিনি তাদের মতই মানুষ? কোথায় তিনি নবী আর কোথায় তিনি মানুষ সেটা বহুবার দেখিয়েছে কোরাণ নিজেই ("খাম্বা"-নিবন্ধ, JamatePislami.com)। অর্থাৎ ইসলামের নৈতিক পথনির্দেশেই তিনি আল্লার রসুল। বাদবাকী সব ক্ষেত্রে তিনি রক্তমাংসের মানুষ এবং সেই সমাজের সাংগঠনিক নেতা। নৈতিক নির্দেশের বাইরে বহু বহু সামরিক-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ড ছিল নবীজীর। নবী হিসেবে নয়, -মানুষ হিসেবে তাঁর ভুলভ্রান্তিও ছিল অবধারিত, দেখুন মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা-কোরাণের তফসিরঃ- "সহিহ্ হাদিস সমূহে প্রমাণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল" - পৃঃ ১৪৭৭। হ্যাঁ, অনেক সহি হাদিসেই আছে এ ভুলের উল্লেখ (দেখে নিন অন্ততঃ সহি বোখারি)।

সেটা মানুষ হিসেবে তাঁর ভুল, নবী হিসেবে নয়। এসব ভুলে তাঁর নবীত্বের কিচ্ছু আসে যায় না। বিশ্ব-মুসলিমের মনে তাঁর চিরকালের ভাবমূর্তি নম্র-নর্ম এক ঐশী-বার্তাবাহকেরই, কোন যোদ্ধা বা সিংহাসনে রাজ-দন্ডধারী সম্রাট বা প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিষ্টারের নয়। মুসলিম সমাজের শাসক হওয়া তাঁর নবীত্বের পুর্বশর্ত তো নয়ই। তিনি পুরোপুরি নবী মুসলিম-সমাজ গড়ার আগেও এবং মুসলিম সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পরেও। কারণ, উত্থান-পতন মুসলিম-সাম্রাজ্যের আছে কিন্তু ইসলামের নেই। মুসলিম-রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের ধর্মদর্শনকে জড়িয়ে নিলে ধরতে হয় যে মুসলিম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার সাথে সাথে ইসলামও ভেঙ্গে গেছে। সেটা আত্মঘাতী, সেটা না সম্ভব না তেমন চিন্তা করা উচিত।

ভবিষ্যৎ জিনিসটা গায়েবেরই অন্তর্ভুক্ত। এর পরেও কথা পেঁচিয়ে বলা যায়, শারিয়া বানাবার জন্য ভবিষ্যতের ইলহাম আল্লা ইমামদের দিয়েছেন। কিন্তু সে ব্যাপারে ইমাম শাফি নিজেই কি বলেছেন? সারাংশঃ- "যেহেতু ইলহাম শুধুমাত্র মনের চিন্তা, তাই ইহাতে অন্য কিছুর মিশ্রণ বা ভুল থাকিতে পারে। কাজেই ইলহাম কোন আইন বা কর্মপদ্ধতির মাপকাঠি হইতে পারে না" - ইমাম শাফি'র শারিয়া কেতাব "উমদাত্ আল সালিক" - পৃঃ ১০১৮। আর, ইলহাম পাওয়াটা তো চোখে দেখা যায় না, তাই বাস-ট্রেনের "তারা মার্কা কৃমি-রাক্ষসী"-র বিক্রেতার মত কে কি মতলবে কি দাবী করছে তা বলা বড্ড মুশকিল। প্রমোশনের ডিগবাজী খেতে খেতে ইলহাম জিনিসটা জবরদস্ত হয্যে উঠতে পারে। আমাদের বরিশাল-ভোলার প্রিন্সিপাল আলহাজ্জ মৌঃ সুফী হাবিবুর রহমান সাহেব এম. এ. আল্লাকে স্বপ্নে দেখেছেন ১৯৪৮ সালের ১৮ই জুন শুক্রবার রাতে। আল্লা এক শ্মশ্রুমন্ডিত সুদর্শন যুবকের রূপে পাল্কী চড়েছেন- (হাকীকাত-খনি - পৃষ্ঠা ১৩৪)। স্রষ্টার এই পাল্কী চড়ার সম্ভাবনাটা বুঝেই ইমাম শাফি আমাদের ওপরের হুঁশিয়ারিটা দিয়ে গেছেন। তা ছাড়া শারিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তো এক আধটা ইলহামের কথা বলছি না, অনন্ত ভবিষ্যতের অন্তহীন সমাজের অসংখ্য ঘটনা-অপরাধের কথা বলছি। তেমন ইলহাম একেবারেই অবাস্তব।

এখন দেখা যাক শারিয়ায় সমাজের পরিবর্তনশীল পটভুমির ব্যাপারে ইসলামি চিন্তাবিদরা কি বলছেন। শারিয়া-বিরোধীদের নয়, শারিয়া-সমর্থকদেরই উদ্ধৃতি বেশীর ভাগ দিচ্ছি যাতে বিষয়টা পোক্ত হয়।

- "(শারিয়া)-তে সেই সমাজের বৈশিষ্ট্য আছে, - যে সমাজে শারিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল" - ইমাম শাফি- "রিসালা" পৃঃ ৩। হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। এবং সে সমাজ আমাদের সমাজের চেয়ে আলাদা।

- (নস্খ্ - কোন নির্দেশকে অন্য নির্দেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন - কোরাণেও এটা আছে) নস্খ্-এর উপলব্ধি

আসিয়াছে মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভুমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজন হইতেই- প্রিন্সিপল্স্ অফ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স - ডঃ হাশিম কামালি - পৃঃ-২০৩। কিন্তু..............

- (সারাংশঃ-)শারিয়ার উসুল নিজের পদ্ধতি ও তত্বের ভেতর সমাজের স্থান-কালের ব্যাপারকে ঠিকমত অন্তর্ভুক্ত করে নাই - ঐ - পৃঃ- ৫০৪। আমরাও এই কথাটাই বলছি। এবং সে জন্যই..................

- (সারাংশঃ-)'সেই যুগে যে উদ্দেশ্যে শারিয়ার উসুল বানানো হইয়াছিল, অনেক কারণেই এখন উহা সেই উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম নহে" - ঐ পৃঃ ৫০০। আর তাই ....

- "শারিয়াকে এ যুগে চালাইতে হইলে অবশ্যই যে প্রচন্ড ঘষামাজা করিতে হবে সে ব্যাপারে আমি সবাইকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি" - ঐ মুখবন্ধ পৃঃ ১৩। কারণ..................

- "সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়া সংকীর্ণ মনের উদ্দেশ্যপুরণের জন্য কোরাণের আয়াতকে ব্যবহার করাও ইসলামি নহে"- হিউম্যান রাইটস্ ইন দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড- ডঃ মায়মুল আহসান খান -পৃঃ ৫৮। কোরাণ-রসুলের অনেক নির্দেশই শুধুমাত্র সেই সমাজের জন্য ....

- "কোরাণের বিধানগুলো হইতে বোঝা যায় যে বিধানগুলো নাজিল হইয়াছিল যখন কোন সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় দরকার হইয়াছিল, কিংবা যখন সাহাবীরা নবীজীর সাথে কোন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন" - শারিয়া দি ইসলামিক ল' - ডঃ আবদুর রহমান ডোই - পৃঃ ৭। কিন্তু তাঁদের পরে ....

- "সমস্যা তখনই হয় যখন (শারিয়ার) অতিতের প্রয়োজনকে এখনকার রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হয়" কারণ -"দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আইনের ব্যাখ্যাকে সংকীর্ণমনা, একচক্ষুবিশিষ্ট ও অগভীর আইনবিদদের হাতে ছাড়িয়া বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞরা অদৃশ্য হইয়াছেন" অথচ নিশ্চয়ই "মানুষের কোন প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আল্লার ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না"-দি ইসলামিক রুট্স্ অফ ডেমোক্র্যাটিক প্লুরালিজম্ - পৃঃ- ৫৭ ও ৬, - ডঃ আবদুল আজিজ সাচেদিনা, বিশ্বের সর্বোচ্চ ইসলামি বিশেষজ্ঞদের একজন ।

দেখেছেন, সমাজের পরিস্থিতির কথাটা বার বার ফিরে আসছে? কিঞ্চিৎ বেকায়দায় পড়তেই কথাটা মৌদুদিরও হঠাৎ মনে পড়ছে। অনৈসলামিক খলীফারা তাঁদের মন্ত্রীদেরকে নিজেরাই মনোনীত করতেন, মন্ত্রীরা কেউ জনগণের নির্বাচিত হত না। মৌদুদির সময়ে এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনা হলে তিনি সে সমালোচনাকে পাত্তা দেন নি এই বলেঃ- "This error is due to the fact that the precedents of these times are applied to modern practices without reference to the then prevailing conditions" (তৎকালীন বিদ্যমান পরিস্থিতি উপেক্ষা করিয়া ঐ সময়ের ঘটনাকে বর্তমানের আলোকে দেখিবার জন্যই এই ভুল হইয়াছে) - মৌদুদি - ইসলামিক ল' অ্যান্ড কনষ্টিটিউশন পৃঃ ২৩৬। মৌদুদির এ কথাটা সত্য, অথচ সেই মৌদুদিই প্রবলভাবে কোরাণ-সুন্নতের "তৎকালীন বিদ্যমান পরিস্থিতি" উপেক্ষা করেছেন অন্ধের মত, নীচে দেখুন। তাঁর বিপুল লেখায় তিনি বহুবার এরকম স্ববিরোধীতা করেছেন, - তাঁর অনুসারীরা কতভাবে যে এর মারাত্মক শিকার হচ্ছেন আর অন্যদের শিকার করছেন তা কে তাদের বলে দেবে?

অথচ খোদ কোরাণেই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তনের স্বীকৃতি আছে, - " আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম অথবা সমপর্যায়ের আয়াত আনি" - বাকারা

১০৬, "যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন" - নাহ্‌ল ১০১। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বিধানের পরিবর্তনের স্বীকৃতি ছাড়া ওই আয়াতের আর কোনই সৎ অর্থ হয় না, কদর্থ হতে পারে।

বাংলা শারিয়ার তৃতিয় ভাগের ১১ পৃষ্ঠায় আছেঃ-"ইসলামি আইনের যে অংশ কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহা রসুলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নায় বিধৃত হইয়াছে সেগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। স্থান-কালের পরিবর্তনে তাহাতে সংশোধনের কোন সুযোগ নাই"। যে কথাটা বলা হয়নি তা হল, এ সিদ্ধান্ত এসেছে শতাব্দীর মৌলবাদী মওলানা মৌদুদীর "ইসলামী ল' অ্যান্ড কনষ্টিটিউশন" বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠা থেকেঃ- "যে সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না"।

বাপ্‌রে বাপ্‌!

তাহলে চলুন আমরা সবাই অ্যাক্ষুনি জামাতি হয়ে শুরু করি দেই নীচের "স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান"গুলো? আমরা তাহলেঃ -

- কাফেরদের সাথে সন্ধি করি না ও যুদ্ধে তাদের গর্দানে মারি? -মুহাম্মদ ৪, ৩৫।
- কাফেরদের কাটি জোড়ায় জোড়ায়? - আনফাল ১২।
- নিষিদ্ধ মাস পার হলে যেখানেই পাই মুশরিকদের খুন করি যতক্ষন তারা মুসলমান না হচ্ছে? -তওবা ৫।
- দাসপ্রথা চালু করে বহু দাসীর সাথে শুই? (বিখ্যাত সৌদি মওলানা একে ইসলামি বলেন)- মুমিনূন ৫,৬।
- প্রমাণ ছাড়াই স্ত্রীর ওপরে চরিত্রহীনতার অভিযোগ এনে তাৎক্ষণিক তালাক দিই? - নূর ৬, ৭।
- যুদ্ধবন্দিনীদের ধর্ষণ করি? - বোখারি ৩য় খন্ড হাদিস ৭১৮ ও ৫ম খন্ড হাদিস ৪৫৯।
- কেউ মসজিদে জামাত না পড়লে তার ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই? - বোখারি ৯ম খন্ড হাদিস ৩৩০।
- মিথ্যা কথা বলি? - বোখারি ৫ম খন্ড হাদিস ৩৬৯।
- হিন্দুদের সব মন্দির ধ্বংস করে জ্বালিয়ে দিই? - বাংলা বোখারি - আবদুল জলিল- হাদিস# ২৭০
- চাকরি-ব্যবসা-ক্ষেতখামার সব চাঙ্গে তুলে "তলোয়ার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ" করি? - বোখারি ৪র্থ খন্ড অধ্যায় ৮৮, পৃষ্ঠা ১০৪।

ডজন ডজন নয়, এরকম শত শত "সুনির্দিষ্ট বিধান" আছে। আয়াতের পটভূমি অস্বীকার করে মৌদুদি কি ভয়ংকর সন্ত্রাসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন জামাতিদের, ভাবলে গা শিউরে ওঠে। পটভূমি অস্বীকার করলে "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর" (বাকারা ২২৩)- এই "সুনির্দিষ্ট বিধান"-টা কি অশ্লীল দাঁড়াতে পারে? অথচ আয়াতটার পটভূমির দিকে তাকালেই ওটা আর অশ্লীল থাকে না - এ কথা জামাতিদেরকে কে বলবে?

না, এসব নির্দেশ আমাদের জন্য নয়। আপনি প্রশ্ন করবেন, - কে বলেছে এসব নির্দেশ আমাদের জন্য নয়? জবাবঃ- আয়াতের পটভূমি বলেছে, কোরাণের মর্মবাণী বলেছে, বিবেক বলেছে, সামাজিক প্রেক্ষাপট বলেছে, এমনকি বিশ্ব-বিখ্যাত মহা-জামাতি ডঃ জামাল বাদাওয়ি-ও বলেছেন - "সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানকে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা ধরবে-মারবে-কাটবে, এ কেউ কথা বললে সেটা পাগলামী ছাড়া কিছুই নয়" - (madness -টরন্টো শহরে বক্তৃতা)। অর্থাৎ কোরাণের ওই "সুনির্দিষ্ট বিধান" এখন আমাদের জন্য নয়, কোরাণের প্রায় প্রতিটি সামাজিক-পারিবারিক আইন এসেছে সেই সমাজের কোন না কোন ঘটনার ওপরে যার কোনই প্রভাব আজকের বা ভবিষ্যত মুসলমানের ওপরে নেই।

সিরাতুল মুস্তাকিমের হিসেবটা আসলে কতই না সহজ! চোদ্দশ' বছর আগে কিছু লোক কিছু প্রশ্ন করেছিল, কিছু ঘটনা ঘটেছিল। সেগুলোর জবাব দিয়েছিল কোরাণ, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রসুল। কোরাণ কোনদিনই বলেনি এগুলো চিরন্তন। রসুল তার নৈতিক নির্দেশ সবাইকে পৌঁছোতে বলেছেন (বাংলা বোখারি পৃষ্ঠা ৩৯ হাদিস ১২) কিন্তু তাঁর আইনগত সিদ্ধান্তকে চিরন্তন বা সবাইকে পৌঁছতে বলেন নি। তার মানে কি দাঁড়ায়? তিনি জানতেন ওই প্রশ্নের জবাব বা তাঁর সামাজিক সিদ্ধান্তগুলো তো ভবিষ্যতের পরিবর্তিত সমাজে প্রযোজ্য হবে না। দেখুন, এর সবগুলো প্রশ্ন আমাদের কি না, - বা আমাদের সমাজের জন্য প্রযোজ্য কি নাঃ-

১। বাকারা ১৮৯ - তাহারা তোমার নিকট চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দাও...........
২। বাকারা ২১৫ -তাহারা প্রশ্ন করে, কি তাহারা খরচ করিবে। বলিয়া দাও ....
৩। বাকারা ২১৭- সম্মানিত মাস সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তাহাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলিয়া দাও ....
৪। বাকারা ২১৯ - তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দাও ....
৫। নিসা ১২৭ - তাহারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলিয়া দিন ....
৬। মায়েদা ৪ - তাহারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কি বস্তু তাহাদের জন্য হালাল? বলিয়া দিন ....
৭। আনফাল ১ - (তাহারা) আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে গণীমতের হুকুম। বলিয়া দিন ....

কারা প্রশ্ন করে, কাদের বলিয়া দিন? এর মধ্যে তো শুধু ৪, ৫ ও ৬ আমাদের প্রতি প্রযোজ্য, ১ ও ২ নিয়ে বিতর্ক সম্ভব, কিন্তু ৩ ও ৭ নম্বর নির্দেশ অবশ্যই আমাদের জন্য নয়। সেজন্যই বুঝি ইমাম তাইমিয়া বলেছিলেন - "মুসলিম-বিশ্বে একটি চিরন্তন গঠনতন্ত্র বাস্তবভিত্তিকও নয়, সম্ভবও নয়" - A permanent constitutional theory for the Muslim world can neither be realistic nor practicable" - দি পলিটিক্যাল থট অফ ইবন্ তাইমিয়া - পৃষ্ঠা ১০৬ - প্রফেসর কামরুদ্দীন খান - আদম প্রকাশনী - দিল্লী। কেননা চোদ্দশ' বছরে সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও হবে। এত পরিবর্তন তখনকার ইমামদের ধারণায় আসা সম্ভব ছিল না, আসেও নি। সে জন্যই ইসলামি বিশেষজ্ঞদের ভেতরে সর্বক্ষেত্রে বিরোধ। তাঁরা আইনের আয়াতের সংখ্যাটা পর্য্যন্ত নিয়ে একমত হতে পারেন না, শুন্য থেকে পাঁচশ পর্য্যন্ত ধরেন। তাঁরা শারিয়ায় আইন রেখে দিয়েছেন দাসের ওপরে, কিছু মামলায় গায়িকা, দাস-দাসী ও অমুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য তাঁরা বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মামলার ন্যায়বিচারে অপরাধীকে শাস্তি দেবার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল চাক্ষুষ সাক্ষ্য, ওটা বাদ দেয়া অন্যায়। অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদে সাক্ষ্য বাদ দেয়াটাও ইসলামি নয়। এরকম অসংখ্য তোগলকি আইন শারিয়ায় আছে, এ সিরিজে দেখানো হবে।

বাইরে যাবার সময় সবার বাচ্চাই দরজারোধ করে কাঁদে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেই সেটা হয়ে ওঠে চিরন্তন জীবন-প্রবাহের "সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন....যেতে নাহি দিব"। কথা বলেন সবাই কিন্তু বাণী যিনি শোনান সেই জ্ঞানী দেখিয়ে গেছেন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ইসলামের চিরন্তন দ্বন্দের শেকড়- "অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল গণতান্ত্রিক মুসলমানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এটা প্রমাণ করা যে নবীজীর অনেক দুনিয়াবী কাজকর্ম ছিল extra-religious, অর্থাৎ ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই" - ইসলাম - প্রফেসর ফজলুর রহমান।

কোন পরিত্রাণ নেই, বিশ্ব-মানবের কল্যাণের জন্য এ চ্যালেঞ্জ নিতেই হবে বিশ্ব-মুসলিমের। সেই অসম্ভবের নায়কের অপেক্ষায় আছে বিশ্ব-মুসলিম আর বিশ্ব-মানব। মওলানারাই জগাখিচড়ি করেছেন, মওলানাদেরই তা মেরামত করতে হবে, বাইরে থেকে কেউ সে চেষ্টা করলে আবার এক গাড্ডায় পড়ে যাব আমরা।

সবাইকে সালাম।

ফতেমোল্লা

৬ মার্চ ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)